নাট্যের রূপান্তর

ডঃ মহুয়া মুখোপাধ্যায়

নাট্য কথাটির অর্থ কি? নাট্য কথাটির অর্থ হল--- নাট্যং তন্নাটকঞ্চৈব পূজ্যং পূর্বকথা যুতম্ (১)--- অর্থাৎ প্রাচীন কথা বা কাহিনীর যথাযথ প্রয়োগ। অনেকেই নাট্য এবং বর্তমানের নাটককে এক করে সরলীকৃত করে ফেলে না। নাট্য সম্বন্ধে সবচেয়ে প্রাচীন যে শাস্ত্র পাই তার নাম নাট্যশাস্ত্র। এই নাট্যশাস্ত্রের বা নাট্যবেদের উৎপত্তির প্রচলিত মত হল যে ব্রহ্মা ঋক্ থেকে পাঠ, সাম থেকে গান, যজুর্বেদ থেকে অভিনয় এবং অথর্ববেদ থেকে রস গ্রহন করে এই পঞ্চমবেদের সৃষ্টি করেন এবং ভারতমুনিকে নাট্যবেদের প্রথম উপদেশ প্রদান করেন। ভরতমুনি ব্রহ্মার আদেশে তাঁর শতপুত্রকে এই শিক্ষা দেন। মুনি ভরত গন্ধর্ব--- অপ্সরাসহ শম্ভুর সম্মুখে নাট্য অর্থাৎ নৃত্ত - নৃত্য - অভিনয়ের প্রয়োগ করেছিলেন। নাট্যশাস্ত্রে যে ছত্রিশটি অধ্যায় আছে তাতে নৃত্তের বর্ণনা ব্যাপক। চতুর্থ অধ্যায়টিতে পুরোপুরি তান্ডব লক্ষন। নাট্যশাস্ত্রে করন, হস্ত, আহার্য (নৃত্যের বেশভূষা) অর্থাৎ নৃত্য সংপৃত্ত সমস্ত কিছুরই বিশদ বর্ননা আছে, নাট্যশাস্ত্রের দশটি রূপকের কথা বর্নিত। অর্থাৎ নাট্যকে দশটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে--- নাটক, প্রকরণ, অঙ্ক, ব্যায়োগ, সমবকার, ডিম, ইহামৃগ, ভান, বীথি ও প্রহসন, নাট্যশাস্ত্রের পরবর্তীকালের শাস্ত্রকারেরা ১৮টি উপরূপকের কথাও আলোচনা করেছেন। বিশেষত সাহিত্যদর্পনে উপরূপকের পূর্নাংগ আলোচনা করেছেন। ১৮টি উপরূপক হলো--- নাটিকা, ত্রোটক, গোষ্ঠী, সট্রক, নাট্যরাসক, প্রস্থান, উল্লাপ্য, কাব্য, প্রেংখন, রাসক, সংলাপক, শ্রীগদিত, শিল্পক, বিলাসিকা, দুর্মল্লিকা, প্রকরনী, হল্লীশ ও ভানিকা। (২) এই সব রূপক ও উপরূপকের আলোচনা করতে গিয়ে নাট্যচার্য এবং তার পরবর্তীগুনীরা নৃত্য, গীত ও বাদ্যের ব্যাপক আলোচনা করেছেন। কিঞ্চিৎ ধর্মপ্রধান রূপক হলে নাটক হয়। প্রকরন হচ্ছে ব্রীড়াপ্রধান সমবকার সৌন্দর্যাত্মক এবং এতে কৈশিকীবৃত্তির প্রয়োগ হয়। একটি মাত্র পাত্র অর্থাৎ একাংক অঙ্গভঙ্গীর সাহায্যে নৃসিংহাদির বর্ননা করেন, তখন তাকে ভান বলা হত (৩)

নাট্য শাস্ত্রানুসারে নাট্যভিনয়ের পূর্বে অনুষ্ঠিত নৃত্য---গীত--- বাদ্যময় পবিত্র মাঙ্গলিক একটি অনুষ্ঠানের নাম পূর্বরঙ্গ। পূর্বরঙ্গ উনবিংশতি অর্থাৎ উনিশটিভাগে বিভক্ত। এই উনিশটি অঙ্গের নয়টি যবনিকার অন্তরালে রঙ্গমঞ্চেই অনুষ্ঠিত হত অর্থাৎ বর্হিযবনিকা।

অন্তর্যবনিকা নিম্নে প্রদত্ত হল----
১। প্রত্যাহার -- কুতপবিন্যাস অর্থাৎ বাদ্যযন্ত্রের স্থাপন।
২। অবতরন -- গায়ক -- গায়িকাগনের উপস্থিতি ও উপবেশন।
৩। আরম্ভ-- গীতকর্মের আরম্ভ।
৪। আশ্রবনা -- আতোদ্য রঞ্জন অর্থাৎ বাদ্যযন্ত্রের ঠাট বাঁধা।
৫। বক্রপানি -- বিভিন্ন বাদন - ব্যাপারের মহড়া।
৬। পরিঘট্রনা -- তন্ত্রী প্রস্তুতি অর্থাৎ তারযন্ত্রে সুর বাঁধা।
৭। সংঘোটনা -- পানি - বিভাস অর্থাৎ তাল দিবার জন্য হস্তচালনার মহড়া।
৮। মার্গাসারিত - তারযন্ত্র ও বাদ্যভান্ডের সহ - বাদন।
৯। আসারিত -- কালপাত অর্থাৎ তালদেওয়া এই অন্তর্যবনিকা নবাংগ অনুষ্ঠানের সমাপান্তে যবনিকা
উত্তোলন হবার পর বর্হিযবনিকা সুর হয়। পূর্ববঙ্গের এই উত্তরাংশে বা দৃশ্যংশের দশটি অঙ্গ যথা--

ক. গীতবিধি -- দেবতার মাহাত্ম্যগান।
খ. উত্থাপন -- নান্দী পাঠকগন -- কর্তৃক প্রথম উত্থাপিত অর্থাৎ আরব্ধ প্রয়োগ বা অভিনয়।
গ. পরিবর্তন -- পরিবর্তন শব্দের অর্থ ইতস্তত সঞ্চরন। এই অংশে সূত্রধর রঙ্গমঞ্চ পরিক্রমা করে
বন্দনা করে।
ঘ. নান্দী -- দেবতা, ব্রাহ্মন ও নৃপতির আশীর্বাদ প্রার্থনা।
ঙ. শুষ্কাবকৃষ্টা -- অবকৃষ্টা একপ্রকাস ধ্রুবাগান। মূলত এতে শুষ্কবাদ্য অর্থহীন অক্ষরসহ বাজে।
চ. রঙ্গদ্বার -- বাচিক ও আঙ্গিক অভিনয়ের প্রারম্ভ।
ছ. চারী -- শৃঙ্গার দ্যোতক নৃত্য।
জ. মহাচারী -- রৌদ্ররস সূচক নৃত্য।
ঝ. ত্রিগত -- সূত্রধার, পারিপার্শ্বিক অর্থাৎ সহকারী নট ও বিদুষক এই তিনজনের সংলাপ।
ঞ. প্ররোচনা -- প্রেক্ষকমন্ডলীকে প্রশংসা ও সম্বোধন করে - যুক্তি তর্ক পুরঃসর আলোচনার
মধ্যদিয়ে দৃশ্যকাব্যের সূচনা।(৪)

উপরোক্ত আলোচনা থেকে তৎকালীন নাট্য ও বর্তমানের নাটক যে পুরোপুরি একবস্তু নয়, এটি পরিষ্কার। বর্তমানভারতবর্ষের নাটক এবং নৃত্যগুলি সবাই এসেছে এই নাট্যশাস্ত্রের পথ ধরে। বিশেষত বর্তমান ভারতবর্ষের সমস্ত শাস্ত্রীয় নৃত্য গুলিই এসেছে লোকায়ত নাট্যধারাগুলি থেকে। এক নজরে দেখলে তথ্যটির সম্পূর্ন চিত্র পাওয়া যাবে খুবসহজেই । যেমন---

আধুনিক ভারতের শাস্ত্রীয় নৃত্যসমূহ	প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি	
১. ভারত নাট্যম	বিংশ শতাব্দীর তিরিশের দশকে ই, কৃষ্ণ আয়ার কর্তৃক পুনদ্ধার ১৯৩৫ সালে শ্রীমতী রুক্মিনী দেবী অরুন্ডেল কর্তৃক নামকরন ও প্রতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি লাভ	প্রচলিত গ্রামীন নাট্যধারা সমূহ যার থেকে শাস্ত্রীয় নৃত্য গুলি উদ্ভূত পুষ পরিবশিত নাট্যধারা দুটি ভগবতমেলা নাটক এবং কুচিপুড়ী(ব্রাহ্মণ পুষ পরিবেশিত গীতগোবিন্দ প্রভাবিত কৃষ্ণলীলা তরঙ্গিনী গ্রন্থটি মূল সাহিত্য গ্রন্থ) কুভাঞ্জী (মহিলা শিল্পীদল কর্তৃক পরিবেশিত) এছাড়া সাদির, চিন্নমেলম ইত্যাদি
২. কথাকলি	১৮ শতকে উদ্ভব এবং গ্রামীন নৃত্যনাট্য ধারা হিসেবে জনপ্রিয়। ১৯৩০ সালে কবি ভাল্লাথোল নারায়ন মেনন কর্তৃক পুনদ্ধার এবং প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি লাভ।	কুডিয়াট্টম (সংস্কৃত নাট্য) অষ্টপদী আষ্টম অর্থাৎ বাংলার গীতগোবিন্দ ও বাংলার কৃষ্ণযাত্রা (৬) থেকে বিকাশের পথধরে কৃষ্ণনাট্টম ও রামনাট্যম। এই রামনাট্যমে রামের কাহিনীর সঙ্গে অন্যকাব্যে-র কাহিনী সংযোজনে কথাকলি ব্রজরাসলীলা নাট্য বিশেষত রাধাকৃষ্ণ লীলা এর মূল উপজীব্য।
৩. কথক	উপবিংশ শতকের শেষভাগে ওয়াজিদ আলী শাহ কর্তৃক এর বর্তমান রূপ প্রদান	গীতগোবিন্দের প্রসার এবং পরবর্তীকালে সংকীর্তন-রাস ইত্যাদি সমস্তইগৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম সংস্কৃতি আধারিত
৪. মনিপুরী	পঞ্চদশ শতক থেকে বাংলার বৈষ্ণবদের মনিপুরে গমন তথা গীতগোবিন্দের প্রসার অষ্টাদশ শতকের শেষ ভাগে মহারাজ ভাগ্যচন্দ্র জয়সিংহের গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম গ্রহন ও নৃত্যগীতের ক্ষেত্রে সেই গৌড়ীয় ধর্মসংস্কৃতির বিশেষ অনুসরন এবংরবীন্দ্রনাথ কর্তৃক আধুনিক ভারতে (১৯২৬) শাস্ত্রীয় নৃত্য হিসেবে প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতিদান (৮)	যক্ষগন ব্রাহ্মণমেলা, কুচিপুড়ী নৃত্যনাট্য ইত্যাদিসমস্তই ব্রাহ্মণপুষ কর্তৃক পরিবেশিত নাট্য ধারা। গীতগোবিন্দ প্রভাবিত কৃষ্ণলীলা তরঙ্গিনীএর মূলগ্রন্থ,
৫. কুচিপুড়ী	একক মহিলা পরিবেশিত কুচিপুড়ীর প্রবর্তন করেন ষাটের দশকে বেদান্ত লক্ষীনারায়ণ শাস্ত্রী এবং ক্রমে এটি একক শাস্ত্রীয় নৃত্যধারা হিসেবে স্বীকৃতি পায়।(৯)	দ্বাদশ শতকের বাংলার লক্ষণসেনের দরবারের কবি জয়দেবের গীতগোবিন্দ নাট্যাশ্রিত মাহারী নৃত্য এবং এছাড়া গ্রামীণ গোটিপুত্ত নৃত্যধারা এর মূল সূত্র।

৬. ওড়িশি	বিংশতকের মধ্যভাগে এর পুনদ্ধার কাজ শু এবং ষাটের দশকেই কবিচন্দ্র কালীচরণ পট্টনায়েক কর্তৃক ওড়িশি নামকরন ১৯৬৪ সালে হায়দ্রাবাদ কনফারেন্স শাস্ত্রীয় নৃত্য হিসেবে স্বীকৃতি লাভ।	নাঙ্গিয়ার কুথু (মহিলা পরিবেশিত নাট্য), তাঞ্জোরের সাদির ন াচ এবং গীতগোবিন্দের পরোক্ষ প্রভাব। (১২)
৭. মো হিনী অষ্টম	বিংশ শতকের শেষ পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি লাভ।	
৮. গৌড়ীয় নৃত্য	বিংশশতকের সত্তরের দশক থেকে পুনদ্ধারের কাজ শু বিংশশতকের শেষ ভাগে প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি - ১৯৯৩ প্রাচীন শাস্ত্রনুসারে পুনরায় গৌড়ীয় নৃত্য নামকরন করেন অধ্যাপক ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।	কীর্তন (লীলানাট্য), মঙ্গলকাব্য বিশেষত মনসাঙ্গল, ছৌ নাচনী (পালানৃত্য) ইত্যাদি।

অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে বর্তমানের শাস্ত্রীয় নৃত্য গুলি সবই দাঁড়িয়ে আছে গ্রামীণ লোকায়ত নাট্যধারা গুলির উপর এবং সবকটি - শাস্ত্রীয় নৃত্যই তৈরী হয়েছে বিংশশতাব্দীতে। তার আগে নানারূপে এদের পূর্বপ গুলি গ্রামীণ ধারায় ছড়ি য়ে-ছিটিয়ে ছিল। তার মধ্যে কোন কোন গ্রামীণ ধারা রাজাদের আনুকূল্যও লাভ করেছিল। বিংশশতাব্দীতে এক একজন সংস্কৃতি কর্মী এসেছে নানারকম শাস্ত্রীয় বিধিবদ্ধতার মধ্যদিয়ে সেগুলির এককরূপ দিয়ে বর্তমান ভারতবর্ষে শাস্ত্রীয় নৃত্য হিসাবে দাঁড়, করিয়ে দিয়েছেন। উদাহরন স্বরূপ বলা যায় -- ভারতনাট্যম - ই. কৃষ্ণআয়ার এবংক্ষিনীদেবী,কথক-- ওয়াজিদ আলিশাহ ও উনবিংশ - বিংশ শতকের কলকাতার বাবুসমাজ ও আরও অন্যান্য গুনী ব্যক্তি।

মনিপুরী -- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মূলতঃ প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি দিয়ে যান বৈষ্ণবআখড়া - মন্দিরের এই নৃত্যধারাটিকে।

কথাকলি -- কবিভাল্লাথোল নারায়নন মেনন এবং পরবর্তীতে রবীন্দ্রনাথ, উদয়শংকর প্রমুখ ব্যক্তিত্ব।

কুচিপুড়ী -- বেদান্ত লক্ষ্মীনারায়ণ শাস্ত্রী

ওড়িশি -- কোনও উড়িয়া পরিবারে এই নৃত্যটি চর্চিত হতো না, প্রথম শু করান কটক নিবাসী বাঙালী জমিদারের বাড়ীতে দুজন বাঙালী নৃত্যশিক্ষক --- বনবিহারী মাইতি ও অজিত বোস। পরে পরে একে কালীচরন পট্টনায়ক, পঙ্কজচরন দাস আরও অন্যান্যদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় নৃত্যটি বর্তমানের রূপ পরিগ্রহ করে।

মোহিনী আষ্টম -- ১৯৩০ সালে কেরালাকলামন্ডলম প্রতিষ্টা করার পর অনেক খুঁজে এই নাচের একজন বৃদ্ধা গু ও. কল্যানী আম্মাকে পান যিনি ১৭ বছর বয়সে নাচ ছেড়ে দিয়েছিলেন। আর কেউই তখন এই নাচ করতো না। তখন তাঁকে শিক্ষক রূপে কলামন্ডলমে নিয়ে আসেন ভাল্লাথোল নারায়নন। কিন্তু কোনও ভদ্রঘরের মেয়ে এই নৃত্যধারা চর্চায় সম্মত না হওয়ায় কোন ছাত্রী পাওয়া যায়নি। ত্রিবাঙ্কুরের রাজা তখন রবীন্দ্রনাথের অনুরোধে শান্তিনিকেতনে ও কল্যানী আম্মাকে পাঠান। ১৯৩৪ ও. কল্যানী-আম্মা তখন শান্তিনিকেতনের ছেলে- মেয়েদের কয়েকটি নাচ শেখান। তখন এটি কেরালার মহিলাদের লোকনৃত্য হিসেবে পরিচিত ছিল। অর্থাৎ আধুনিক ভারতে প্রথম মোহিনীআট্টম শেখে বাংলার ছেলেমেয়েরা। এর ওপর ভিত্তি করে শান্তিদেব ঘোষ, ওগো বধু সুন্দরী নৃত্যটি নির্মান করেন। বিশংশতকের শেষে শাস্ত্রীয় নৃত্য হিসেবে স্বীকৃতি পায়।

গৌড়ীয় নৃত্য --- নাট্যশাস্ত্রে এই নৃত্যের ধারা বিস্তৃত আলোচিত। পরবর্তীকালে মতঙ্গের মহদ্দেশীভেদ ৮ম শতক) সংগীতরত্নাকর (১৯২৭ খৃঃ), অভিনয় চন্দ্রিকা (পঞ্চদশ শতক) সর্বত্র বিশদ আলোচিত। বিংশ শতাব্দীর সত্তরদশকের পর থেকে এর পুনদ্ধার কাজ শু এবহ ভিভিন্ন গু ও পন্ডিতবর্গ - অধ্যাপক ব্রতীন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়, সংগীতজ্ঞ অমিতাভ মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক মানুবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক পল্লব সেনগুপ্ত, বিপিন সিং, নরোত্তম সান্ন্যাল, শশী মাহাতে, গম্ভীর সিং মুড়া, হরনাথ ত্রিবেদী, মুকুন্দ দাস ভট্টাচার্য প্রমুখের সহায়তায় বর্তমান প্রবন্ধেরলেখিকা এটির পুনদ্ধার করেন এবং প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি পায়।

অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে নাট্য থেকে বর্তমানের শাস্ত্রীয় নৃত্যগুলির জন্ম হয়েছে। এই নাট্যগুলি সবই অষ্টাদশ শতকের আগে

নির্মিত। ডঃ সচ্চিদানন্দ মুখোপাধ্যায় মতো অষ্টাদশ উনবিংশ শতাব্দীর পর থেকে বঙ্গঁসাহিত্যের নাট্যরচনা না হওয়ার কারন অনেক। তার কয়েকটি সূত্রাকারে প্রদত্ত হল---
১. রাজধর্ম ইসলাম ও পরবর্তী বৃটিশ অভিনয় বিমুখতা।
২. জাতীয় জীবনে -- চাঞ্চল্য, ভয়, অবসাদ, অনিশ্চয়তা।
৩. সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের জনপ্রিয়তা হ্রাস ও ব্যাপক প্রসারের অভাব।
৪. রাষ্ট্র ভাষার পরিবর্তন (সংস্কৃতের পরিবর্তে আরবী, ফরাসী, ইংরেজীর প্রবর্তন) বালার স্বচ্ছন্দ বিকাশে সাময়িক স্তব্ধতা
৫. ফলে প্রতিভাবান নাট্যকারের অভাব।

সংস্কৃত নাট্যের গৌরবময় কাল থেকে সংস্কৃত নাট্যের ঐতিহ্য মুক্ত হয়ে বাংলার নাট্যকলার ক্রমবিপ্লব ঘটেছে। সংস্কৃত রূপক ও তৎ-প্রভাব মুক্ত আধুনিক বাংলা নাটকের মাঝখানে বাংলা নাট্যসাহিত্যের পাঁচ অবস্থা, পঞ্চ রূপ। এই পাঁচটিরূপ যথা---
ক. পাঁচালী
খ. যাত্রা
গ. মিশ্র নাটক
ঘ. অনূদিত নাটক (সংস্কৃত ও ইংরেজী নাটকের অনুবাদ)
ঙ. সংস্কৃত নাটকের প্রভাবযুক্ত - মৌলিক বাংলা নাটক।

অর্থাৎ সংস্কৃত নাট্যকলা থেকে বাংলা নাট্যকলার ক্রমবিপ্লব ঘটেছে। এই ক্রমবিপ্লবের পথে বাংলা নাটকের মুখ্যত পাঁচটি যুগ দৃষ্ট হয়। এই পাঁচটি যুগ যথা---
ক. মৌলিক নাটকের প্রাক্‌কাল (১৮৫০ খৃঃ পর্যন্ত)
খ. প্রাগ্ - গিরিশচন্দ্র যুগ (১৮৭৫খৃঃ পর্যন্ত)
গ. গিরিশ যুগ
ঘ. রবীন্দ্রযুগ
ঙ রবীন্দ্রোত্তর যুগ

আধুনিক বাংলা নাটক বহুরূপে আত্মপ্রকাশ করছে যেমন---
ক. খেয়াল নাটক (উদাহরন - রবীন্দ্রনাথের ফাল্গুনী নাটক)
খ. চরিত নাটক (গিরিশ চন্দ্র ঘোষের বুদ্ধদেব চরিত)।
গ. সমস্যা নাটক -- মন্মথ রায়ের (ধর্মঘট)
ঘ. নৃত্যনাট্য ও গীতিনাট্য ঃ--
নৃত্যনাট্য -- শ্যামা, চিত্রাঙ্গদা
গীতিনাট্য - বাল্মিকী প্রতিভা, মায়ার খেলা।
৫. চিত্রনাট্য -- রঙ্গমঞ্চের নাটক নয়, চলচিচত্রের নাটক,
৬. পোষ্টার ভিয়েতনাম নাটকটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ।
৭. শান্ত নাটক --- এই শ্রেনীর নাটকের বিপ্লবীস্রষ্টা হলেন রাশিয়ার বিখ্যাত নাট্যকার চেকভ। (১৫)
ভারতবর্ষের শাস্ত্রীয় নৃত্য এবং বাংলা নাটকের ক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথের অবদান ব্যাপক। নাট্যকার জীবনশিল্পী। কালস্রোতে মানুষের হৃদয়, জাতির জীবন যখন যেখানে এসে ঠেকে সেখানেই কথাশিল্পীর কৃতিত্বে মানুষের আশাআকাঙ্খা নিয়ে এক একটি কথা তীর্থ গড়ে ওঠে রবীন্দ্রনাথ তাই বলেছেন--- ঋজগতের যে কোন ঘাটেই মানুষের হৃদয় আসিয়া ঠেকিতেছে, সেইখানেই সে ভাষা দিয়া একটি স্থায়ী তীর্থ বাঁধাইয়া দিবার চেষ্টা করিতেছে --- এমনি করিয়া ঋতটের সকল স্থানকে সে

মানব যাত্রীর হৃদয়ের পক্ষে, ব্যবহার যোগ্য উত্তরনযোগ্য করিয়া তুলিতেছে। (সাহিত্য --- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

১. Nandikesvara Abhinayadarpanaam, ed, & translated by Dr. Manomohan Ghosh, Manisha, 1989, Pg. 78.

২. ভারতীয় নাট্যবেদ ও বাংলা নাটক--- ডঃ সচ্চিদানন্দ মুখোপাধ্যায়, সাহিত্যনিকেতন, পৃ ১৭০।

৩. নৃত্যে ভারত, ডঃ মঞ্জুলিকা রায়চৌধুরী, নাথ বব্রাদার্স, ১৯৯৯, পৃঃ ১৭৮-১৭৯।

৪. ভারতীয় নাট্যবেদ ও বাংলা নাটক ---ডাঃ সচ্চিদানন্দ মুখোপাধ্যায়, সাহিত্য নিকেতন পৃঃ ১৮৬-১৯১।

৫. Kalakshetra Rukmini Devi Reminiscences by S. SARADA, Kala Mandir Trust, 1985, Pg. 43.

৬. Bulletin of the Rama Varma Research Lnstitute, Vol. V, Part II, The Appurtenances of Kathakali, By Princekerala Varma, Kerala Sahitya Akademi, 1980, Pg. 131-131.

৭. দেশ বিনোদন, মনিপুরী নৃত্যে দুটি ধারা, দেবযানী চালিহা, ১৩৯৪ (বাং) পৃঃ ৪৯।

৮. শাস্ত্রীয় মনিপুরী নর্তন---দর্শনা ঝাভেরী ও কলাবতী দেবী, মনিপুরী নর্তনালয় ১৯৯৩, পৃ ১৯.

৯. Kalanu bhava manjari (Abhinaya Sudha Sangeet Natak Akademi,
Kalamandir Trust) a seminar on dance forms, Madras Dec – 7-11, 1993, New Items In Kuchipudi – Dr. Pappu Venugopal Rao.

১০. Marg, Vol, X. No. 4. September 1957. Bhagavata Mela & Kuchipudi by Prof. Mohan Khokar, Pg. 28.

১১. Gdissi Dance – D. N. Patnaik, Orissa Sangeet Natak Akademi. 1990. Author's Note, Pg. I – vii.

১২. দেশ বিনোদন, মোহিনী আট্টম জয়শ্রী মুদকুর ১৩৯৪ (বাং), পৃঃ ৯৬ - ১০১।

১৩. ঐ, পৃঃ ১৩০

১৪. গুদেব রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক ভারতীয় নৃত্য --- আনন্দ পাব্লিশার্স, ১৩৯৬ (বাং), পৃঃ ১৬০।

১৫. ভারতীয় নাট্যবেদ ও বাংলা নাটক --- ডঃ সচ্চিদানন্দ মুখোপাধ্যায়, সাহিত্য নিকেতন, পৃঃ ১৭০.

সাহিত্য সমাজ পত্রিকা থেকে সংগ্রীহিত